৮/৮/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ... ৬ ....

লতিফুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই ঢা.বি. ভিসির নিরাপত্তা প্রত্যাহার

বৈঠকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল ❑ ক্যাম্পাসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গতকাল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রকারান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। পুলিশ সদর দপ্তরের এক নির্দেশে গতকাল ভিসি এবং প্রক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া হয়।

গত সোমবার ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সঙ্গে দেখা করার একদিন পরই এ প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়।

গত সোমবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া একজন সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, ভিসির গাড়ি ভাঙচুর এবং অন্য একটি বিষয় নিয়ে উপাচার্যসহ প্রতিনিধিদলের কয়েকজন সদস্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এ সময় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।

প্রধান উপদেষ্টার একটি প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য তার ভিসি পদে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ অনুযায়ী এ সম্পর্কিত বিধানসমূহ সবিস্তারে প্রধান উপদেষ্টাকে জানান।

১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে জিয়া হলের সামনে ছাত্রদলের ক্যাডাররা

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

লতিফুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই

● প্রথম পাতার পর

উপাচার্যের গাড়ি ভাঙচুর করে তাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টার ঘটনার পর থেকে উপাচার্য এবং প্রক্টরের নিরাপত্তার জন্য চারজন এসবি পুলিশকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসআই র‍্যাঙ্কের এ চারজন পুলিশ কর্মকর্তার যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে উক্ত চার কর্মকর্তার যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রত্যেককে প্রতি মাসে ১ হাজার ৮০০ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হয় বলে সূত্র জানায়।

পুলিশের ঐ চার কর্মকর্তা পালা করে উপাচার্য এবং প্রক্টরের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। এর মধ্যে দুজন উপাচার্য এবং দুজন প্রক্টরের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন।

জানা যায়, উপাচার্য এবং প্রক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কোনো রূপ আলোচনা না করেই পূর্ব ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক্যাম্পাসের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অস্থিতিশীল অবস্থার এই সময়ে উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবিবেচনাপ্রসূত এবং উদ্দেশ্যমূলক কাজ। তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে বলেও সূত্র জানায়।

এদিকে সংশ্লিষ্ট অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠকে বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়তি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি তালিকা করা হয়। তবে এ তালিকায় উপাচার্যের নাম ছিল না বলে জানা যায়।

এদিকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, হঠাৎ করে কেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হলো তা আমার বোধগম্য নয়। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী।